গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৮১৯.১৪.০০১.১৯. ১১৫৭

তারিখঃ ১৬ কার্তিক ১৪২৭ বাং / ০১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ "সেতুর স্কীম নির্বাচন ও প্রকল্প প্রণয়ন নির্দেশিকা" অনুসরণ প্রসংগে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও নির্মাণাধীন সেতু সমূহের প্রয়োজনীয়তা ও এর কার্যকারিতা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নানা ধরনের প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে সেতুর স্থান নির্বাচন, নদীর নাব্যতা অক্ষুণ্ন রাখা, পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ না হওয়া ও নৌ-চলাচলে কতটা উপযোগী, পরিবেশের উপর প্রভাব পড়বে কিনা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটা ফলপ্রসূ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে সেতু নির্মাণ বিষয়ক গাইডলাইন/নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। বর্তমানে নদী ও নদীর উপর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন/বিধি/সার্কুলার জারি হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও অনেক অনুশাসন জারি করেছেন। এ সকল আইন/বিধি/সার্কুলার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনসমূহ প্রতিপালন করে সেতু নির্মাণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে প্রচলিত সকল আইন/বিধি/সার্কুলার/অনুশাসনসমূহ বিবেচনায় নিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এ ধরনের সেতুর স্কীম নির্বাচন ও প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় সকল প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী-কে "সেতুর স্কীম নির্বাচন ও প্রকল্প প্রণয়ন নির্দেশিকা" অনুসরণ করে সেতুর স্কীম নির্বাচন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তঃ "সেতুর স্কীম নির্বাচন ও প্রকল্প প্রণয়ন নির্দেশিকা"- ৩ পৃষ্ঠা

০১/১১/২০২০

(মোঃ আব্দুর রশীদ খান)
প্রধান প্রকৌশলী
ফোনঃ ০২-৫৮১৫২৮০২
ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, _____ এলজিইডি, _____।
২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, _____ এলজিইডি, _____।
৩। প্রকল্প পরিচালক, _____ এলজিইডি, _____।
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলাঃ _____।
৫। উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলাঃ _____, জেলাঃ _____।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।

সেতুর স্কীম নির্বাচন ও প্রকল্প প্রণয়ন নির্দেশিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি ও উৎস হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ । স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাস গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পণ্য ভোগ ও পুঁজি সৃষ্টির দ্বারা কর্মক্ষম মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার মাধ্যমে মানব উন্নয়নেও গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম।

সেতু হচ্ছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। উৎপাদন, বিনিময়, বিতরণ, ও ভোগের মত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কার্যকারিতা নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও গ্রামীণ যানবাহন চলাচলের উন্নয়নে এলজিইডির ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং একই সাথে রেলপথ এবং নৌ-পথের সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য অধিক পরিমাণে বাণিজ্যিক যানবাহন চলাচল করে এমন উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গ্রামীণ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কৌশল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অধিক হারে এবং অপরিকল্পিতভাবে সড়ক অবকাঠামো তথা সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতা থেকে শুরু করে নদী/ খালের নাব্যতা, পানি প্রবাহ ও নৌ-চলাচল বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

বর্তমানে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা, ১৯৯৭; এর আলোকে বেশ কিছু সংস্থা তথা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান (WARPO), পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর নদীর পানি প্রবাহ, নদীর নাব্যতা ও নৌ-চলাচলে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে কিনা তাহা অবিরাম পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু সেতুর অবকাঠামোর সাথে নদী / খালের প্রশস্ততার কার্যকরি সমন্বয় না হওয়ায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ গুলো ভেংগে নতুন করে নির্মাণেরও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আগামীতে আরোও বেশী এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নদীর উপর সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন / বিধি জারী করা হচ্ছে। একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সময়ে সময়ে অনুশাসন জারী করেছেন। এই সকল আইন/বিধি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মেনে এখন থেকে সেতু নির্মাণ করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৬ আগষ্ট ২০২০ ইং তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(মোঃ এবাদত আলী)
প্রকল্প পরিচালক
"পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা)
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

(হাবিবুল আজিজ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(পরিকল্পনা, ডিজাইন ও গবেষণা)
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুর রশীদ খান
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভার উদ্দেশ্য ছিলঃ

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন প্রতিপালন করে সেতুর স্কীম গ্রহণ ও নির্মাণ করার বিষয়ে সকলকে উদ্যোগি করা।

২। নদী সংক্রান্ত সকল আইন / বিধি / সার্কুলার অনুসরণ করে সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সকল প্রকল্প পরিচালককে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। সেতু নির্মাণের ফলে নদীর নাব্যতা, পানি প্রবাহ ও নৌ-চলাচল যাতে বাধাগ্রস্থ না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশনাঃ

১। সেতুর স্কীম নির্বাচনের সময় সেতুর তথ্য এলজিইডি কর্তৃক সংরক্ষিত হালনাগাদকৃত Road & Structure Database Management System (RSDMS-VIII) সফটওয়্যারের সাথে যাচাই করতে হবে।

২। সেতুর প্রস্তাবিত স্থানের উজানে ও ভাটিতে কোন সেতু বিদ্যমান আছে কিনা এবং তা কত কিমি দূরে আছে উহা পরিমাপ করতে হবে। প্রস্তাবিত সেতুর উজানে ও ভাটিতে বিদ্যমান সেতুর দূরত্বের বিষয় বিবেচনা করে কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় নতূন সেতুর প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

৩। কোন সেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ফলপ্রসু কিনা তা অবশ্যই যাচাই করতে হবে।

৪। নদীর উপর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে জারীকৃত সর্বশেষ আইন / বিধি / সার্কুলার অনুসরণ করতে হবে।

৫। ১০০মিঃ বা তদূর্ধ্ব সেতুর স্কীম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে "অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০" এর আলোকে BIWTA এর ছাড়পত্র গ্রহণ করে নদীর শ্রেণী সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে (১ এপ্রিল ২০১০ তারিখ প্রকাশিত গেজেট)। সেতুর প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পূর্বে সকল সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই বা Feasibility Study এবং হাইড্রো-মরফোলজী স্টাডি করে সেতুর মোট দৈর্ঘ্য (Total Length) নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬। সেতুর স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের পূর্বে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (WDB) / পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান (WARPO) / বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ হতে নদী / খাল খননের ভবিষ্যত লেভেল এর আরএল সংগ্রহ করতে হবে এবং সে মোতাবেক সাব-স্ট্রাকচার ডিজাইন করতে হবে।

৭। সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনসমূহ প্রতিপালন করে সেতু নির্মাণ করতে হবে। অর্থাৎ নদীর নাব্যতা, পানি প্রবাহ এবং নৌ-চলাচল যাতে বাধাগ্রস্থ না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে নদীর মাঝে যতটা সম্ভব দূরে দূরে পিয়ার নির্মাণ করার পরিকল্পনা করতে হবে।

৮। ইতিপূর্বে জারীকৃত সেতু সংক্রান্ত সকল গাইডলাইন অনুসরন করতে হবে (এলজিইডি ওয়েব সাইটের ডিজাইন ইউনিট - এ আপলোড করা হয়েছে)।

৯। উন্নয়ন প্রকল্প দলিলে (ডিপিপি) অনুমোদিত কোন সেতুর স্কীম থাকলেও সেতুর উজানে ও ভাটিতে খুব কাছা-কাছি দূরত্বে যদি কোন সেতু বিদ্যমান থাকে অথবা যদি সেতুটি প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ফলপ্রসু না হয় তবে ঐ সেতুর নির্মাণ পরিহার করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিকল্প সড়ক নির্মাণ করে স্থানীয় জনসাধারণকে সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যেতে পারে ।

(মোঃ এবাদত আলী)
প্রকল্প পরিচালক
"পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক প্রকল্প
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা)
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

(হাবিবুল্লা আজিজ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(পরিকল্পনা, ডিজাইন ও গবেষণা)
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুর রশীদ
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সর

১০। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রয়োজনীয়, নদীর নাব্যতা, পানি প্রবাহ এবং নৌ-চলাচল বাধাগ্রস্থ করে এমন অপর্যাপ্ত উচ্চতার ও দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ করা পরিহার করতে হবে।

উল্লিখিত সকল নির্দেশনা অনুসরণ করে ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে সেতুর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত হয়ে সেতুর স্কীম গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত সেতুর ক্ষেত্রে প্রাক্কলন তৈরি ও নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই বাস্তবায়ন পর্যায়ে সকল সুবিধা বা অসুবিধা এবং সকল কারিগরি দিক বিবেচনা করে একটি বাস্তবসম্মত কারিগরি ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সেতুটির নির্মাণ কাজ নির্ধারিত মেয়াদ ও অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়।

(মোঃ এবাদত আলী)
প্রকল্প পরিচালক
"পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা)
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

(হাবিবুল আজিজ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(পরিকল্পনা, ডিজাইন ও গবেষণা)
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুর রশীদ খান
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার